অরোরা নিবেদিত

চুপি চুপি আসে

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের নিবেদন

—চুপি চুপি আসে—

রচনা—পরিচালনা : **প্রেমেন্দ্র মিত্র**

সঙ্গীত পরিচালনা : **নচিকেতা ঘোষ**

চিত্রশিল্পী : বঙ্কু রায় ॥ শব্দযন্ত্রী : সমর বসু

শিল্পনির্দ্দেশক : সত্যেন রায় চৌধুরী ॥ রসায়ণাগারে : উমা মল্লিক

সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মিত্র ॥ ব্যবস্থাপনা : সরেজেন্দ্রনাথ মিত্র

: ভূমিকায় :

ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, তপতী ঘোষ,
তরুণকুমার, প্রবীরকুমার, শশাঙ্ক সোম, ধীরাজ দাস, চন্দ্রশেখর,
আশা দেবী, সুসমা ঘোষাল, নমিতা দেবী প্রভৃতি

কণ্ঠসঙ্গীতে : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

—আবহসঙ্গীতে—

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণের নেতৃত্বে

'Z' ORCHESTRA

—সহকারী—

অরোরা ষ্টুডিওর বিভাগীয় কর্ম্মীগণ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীমতী আভা বসু • শ্রী এইচ্, ব্যানার্জ্জি
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
মডার্ণ ডেকরেটার্স
ব্রুক বণ্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিমিটেড
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ
ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কোলে বিস্কুট কোং • হিন্দুস্থান লিভার লিঃ
কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাব

•

অরোরা ষ্টুডিওতে গৃহীত

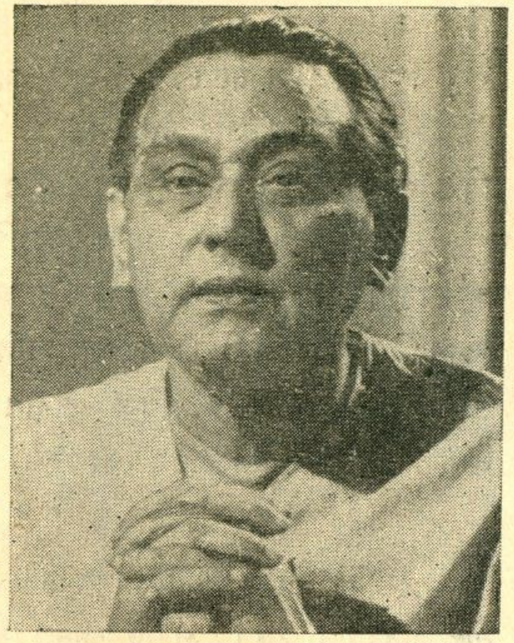

চুপি চুপি আসে

(কাহিনী)

সন্ধ্যার অন্ধকারে—

গিরি মাঝি লেনের দোতলা বাড়ী।

গৃহকর্ত্রী মোক্ষদা ঠাকুরাণী।

বর্ষাতিতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা কে একজন কড়া নাড়ে—

পরে দেখা যায় মোক্ষদা ঠাকুরাণী খুন হয়েছেন।

* * * * * * * * *

পুলিস কুলকিনারা পায় না বিশেষ কিছু...

কেবল দুজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বলে যে—একজন বর্ষাতি ঢাকা লোককে তারা ওই গলির দিকে যেতে দেখেছে। সর্ব্বাঙ্গ বর্ষাতি ঢাকা থাকায় তারা তার মুখ দেখতে পায় নি—আর অতটা খেয়ালও করেনি। আরো জানা যায় যে লোকটা যাবার সময় একটা জনপ্রিয় ছবির গানের সুর—"চুপি চুপি আসে" শিষ্ দিতে দিতে যায়।

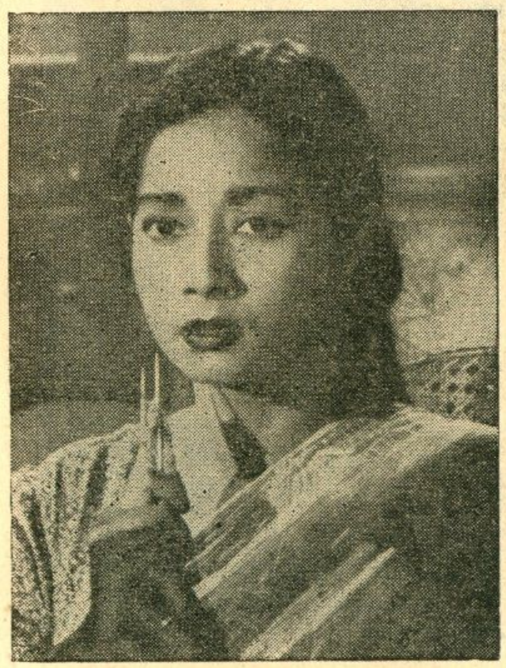

আর একজন লোক কাগজে মোড়া একটা দেশলাইএর বাক্স জমা দেয়—কাগজটা নাকি লোকটার পকেট থেকে পড়ে যায়।

* * * * * *

কাগজটা কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস নামে একটা হোটেলের হ্যাণ্ডবিল।

বাংলা দেশেরই একটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় ইংরেজ আমলের থামওয়ালা বড় বাড়ীটা লিজ নিয়ে কণিকা দেবী ও প্রবীর লাহিড়ী বাড়িটি ব্যবসায় হিসেবে একটি স্বাস্থ্যনিবাস খুলেছেন।

এই বর্ষাতেই তাদের প্রথম ব্যবসা চালু হল। ইতিমধ্যে দু'জন আগাম দিয়ে স্বাস্থোদ্ধারে এসে এখানে পৌঁছেছেন। তার মধ্যে একজন—এক স্কুল ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস মিস ধর। খিটখিটে মেজাজের বয়স্থা মহিলা।

অপর জন ডাঃ বাজপেয়ী। চল্লিশ থেকে পঞ্চাসের মধ্যে বয়স কিন্তু শক্ত-সমর্থ জোয়ান পুরুষ। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না।

আর একজন এল অপ্রত্যাশিতভাবে—মধুসূদন দত্ত নামে এক অল্পবয়সী যুবক। একটি স্যুটকেশ আর গায়ের ওয়াটারপ্রুফটি ছাড়া অন্য কোন কিছু ছিল না তার। চঞ্চল হাসিখুশিমাখা ছেলেটি। কনিকার ভারি ভাল লেগেছিল তাকে, কিন্তু প্রবীর ছেলেটির চালচলন কথাবার্ত্তা সহ্য করতে পারছিল না প্রথম থেকেই।

* * *　　* * *　　* * *

সেদিন রাত্রে কণিকা বেশ ভাবনায় পড়েছিল। রাত অনেক হয়েছে। বৃষ্টি ও বন্যা বাড়ছে। প্রবীর তখনও ফিরে আসেনি। কনিকা নিজের ঘরে বসে প্রবীরের কথা ভাবছিল। কিছু পরেই প্রবীর অবশ্য এসে হাজির হল আরো দু'জন অতিথিকে নিয়ে। এদের গাড়ি জলে আটকা পড়েছিল—প্রবীর অনেক কষ্টে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। একজন অতি বৃদ্ধ অসুস্থ বেণীবাবু—অন্যজন রাধেশ্যাম বীরস্বামী; দক্ষিণ ভারতের লোক হলেও দীর্ঘকাল বাংলা দেশে থাকায় প্রায় নির্ভুল বাংলা বলেন।

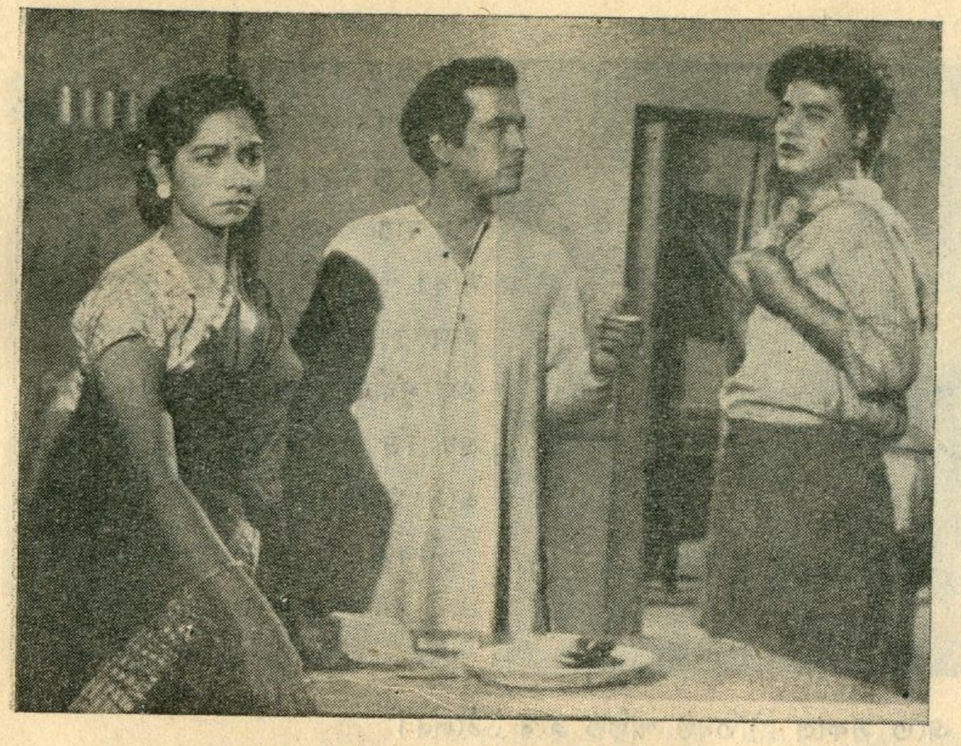

কনিকা সকলকে সামলাতে যখন ব্যস্ত তখন হঠাৎ পুলিসের ফোন্ এল, বিশেষ একটা ব্যাপারের তদন্ত করতে ইন্সপেক্টর ঘোষাল আসছেন।

* * *　　* * *　　* * *

পুলিস আসার খবরে সবাই একটু বিরক্ত হয়েছে বোঝা গেল।

* * *　　* * *　　* * *

চারদিক বন্যার জলে থৈ-থৈ করছে। জল এসে উঠেছে একতলার জানালা সমান। ঐ দুর্যোগের মধ্যেই রবারের ভেলায় চেপে ইন্সপেক্টর মিঃ ঘোষাল স্বাস্থ্যনিবাসে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু ডাঃ বাজপেয়ী ভয় পেয়ে একটা ফোন্ করতে গিয়ে দেখলেন লাইন কাটা। এর কারণ কেউ আন্দাজ করতে পারলেন না।

* * *　　* * *　　* * *

মিঃ ঘোষাল এখানে এসে জানালেন—গিরি মাঝি লেনের মোক্ষদার খুনের তদারকে এসেছেন, এখানেই নাকি খুনীর সন্ধান পাওয়া যাবে!

অনুসন্ধানের সুবিধার জন্যে নিভৃতে প্রবীর ও কণিকাকে তিনি মোক্ষদার কাহিনী শোনালেন।

মোক্ষদা দেবীর পূর্বের নাম ছিল মিসেস এম ডি তাঁর স্বামীর সঙ্গে এক অনাথাশ্রমে ম্যানেজারী করতেন। দাঙ্গায় যারা অনাথ হয়েছিল, তারা ওখানেই থাকত। তাদের মধ্যে তিনটি ভাইবোন ছিল।

অনাথাশ্রমের ছেলেমেয়েদের ওপর ম্যানেজার ও তার স্ত্রী এম, ডি অত্যন্ত

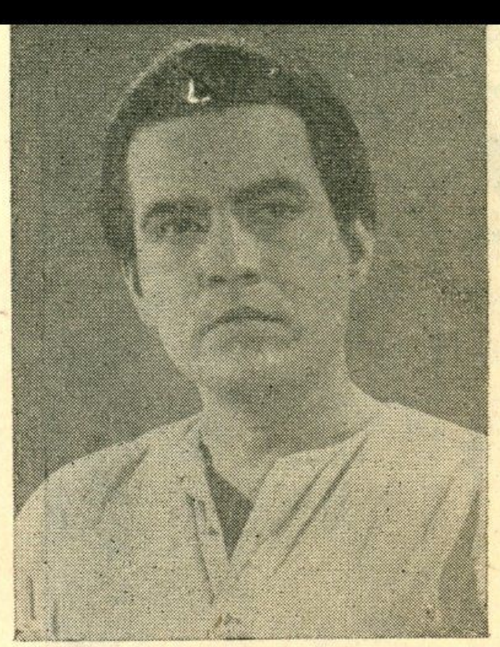

অত্যাচার করতেন। তিন ভাইবোন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তারা ভীষণ মারধোর খায় যার ফলে সবার ছোটটি মারা যায়। এ-নিয়ে পুলিস কেস হতে ম্যানেজার নিরুদ্দেশ হয় এবং পরে এক দুর্ঘটনায় মারা পড়ে। মিসেস এম ডি ওই গিরি মাঝি লেনে এসে ওঠেন।

বিপদের ওপর বিপদ—বোর্ডারদের কেউ কেউ এক ছায়া মূর্ত্তিকেও এ বাড়ীতে ঘোরাফেরা করতে দেখেন! এতে সকলে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

* * *　　* * *　　* * *

অকস্মাৎ এক রাত্রে মিস্ ধর নিহত হলেন। মোক্ষদার মত গলায় ফাঁস লাগিয়ে কে তাকে খুন করেছে! কে খুন করলে? খুনী এই দুর্যোগের মধ্যে এখানে কি ভাবে এল? কেউই কিছু ঠিক করে উঠতে পারলেন না। কিন্তু কে ... ...

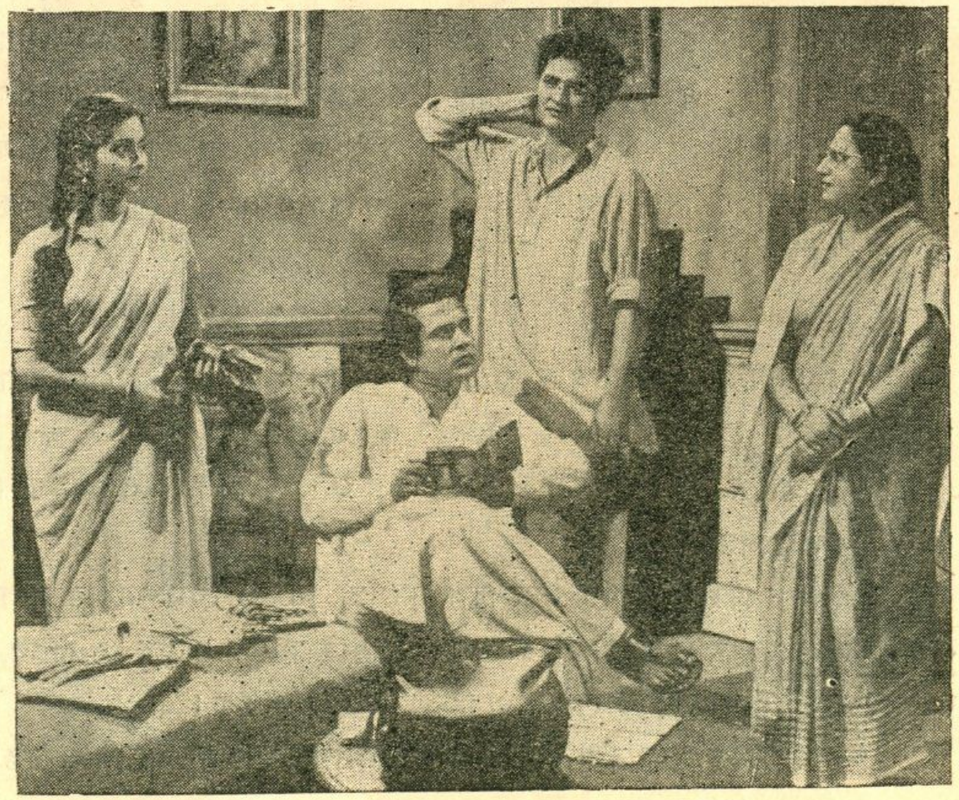

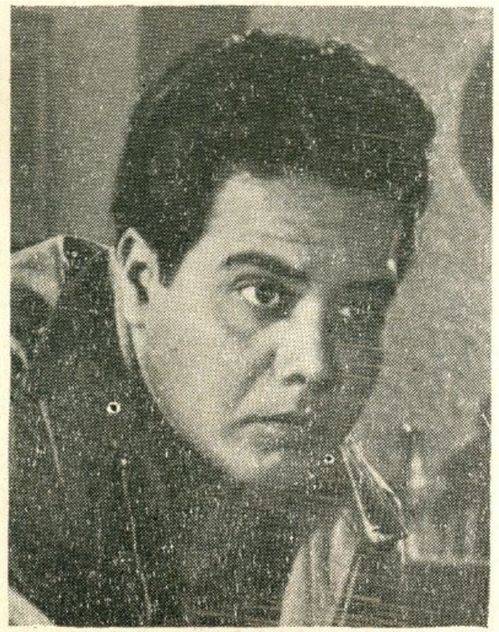

এদিকে মিঃ ঘোষালের রবারের ভেলাটি চুরি গেল! খুনী কি পালাবার মতলবে আছে?

ঠিক করা হল—মিঃ ঘোষালের নির্দেশে কণিকা রাত্রি এগারটার পর মিস্ ধরের ঘরে একা থাকবে। ছায়া মূর্তি ও খুনের রহস্য যাতে এক সঙ্গে ভেদ করা যায়। রহস্য ভেদ কি হল?

খুনী কে? দেখতে পাবেন সিনেমার পর্দায়—আগে থেকে জানলে রহস্য আর রহস্য থাকবে কি?

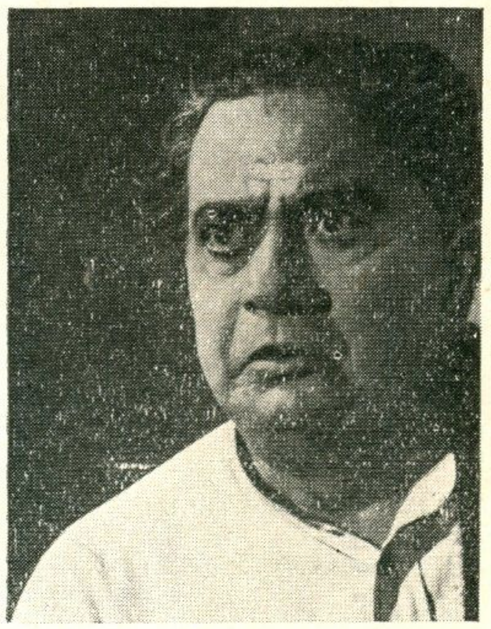

গান

সে যে চুপি চুপি আসে।
জানিনা কখন এল,
　　কাছে এসে হাসে।
আসে যায় খুশিমত খেয়ালী,
চিনতে চাইলে সে যে হেঁয়ালি,
　　ছেড়েছি বোঝার আশা
　　তাই শেষে হতাশে।
স্বপনে না জাগরণে কে জানে,
　　বুকে নাকি ধরা দেয় ধেয়ানে?
　　মুখে যা বলেনা তা কি
　　বোঝা যায় আভাসে!

ভগিনী

নিবেদিতা

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের পরবর্তী শ্রদ্ধার্ঘ্য

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের পক্ষে শ্রীসত্যকিঙ্কর রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সুমুদ্রণ, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫ হইতে মুদ্রিত।